আবেদন করেননি কারাবন্দি আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি

চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে ঈদ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

কারাগারের বন্দিদের ও স্টাফদের নিয়ে যথাযথ মর্যাদায় আলাদা আলাদা ভাবে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। বন্দীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য কারাগারে আগত দর্শনার্থীদের কে ফুল দিয়ে ঈদের শুভেছা, মিস্টিমুখ ও মত বিনিময়ের আয়োজন করা হয়।

ঈদের খুশিকে ভাগাভাগি করার জন্য সকাল ও দুপুরে বন্দিদের জন্য উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি সকল স্টাফদের জন্য দুপুরে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়।বন্দি মায়েদের সাথে থাকা শিশুদের ঈদের নতুন পোশাক প্রদান করা হয়। বন্দিদের মাঝে স্থানীয় ভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেল সুপার দেবদুলাল কর্মকার। জেলার মো: নিজাম উদ্দিন।

বন্দীদের জন্য সকালে বরাদ্দ করা হয়েছে পায়েস, মুড়ি। দুপুরে পোলাও,গরু ও খাসির মাংস, মুরগির রোস্ট, মিস্টি, পান সুপারি, সালাদ। রাতে সাদা ভাত,রুই মাছ ভাজি, আলুর দম। মেহেরপুর জেলা কারাগারে মোট বন্দী রয়েছে ১৮৯ জন।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে বন্দী কয়েদিদের পলায়ন

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের গেট ভেঙে বেশ কয়েকজন বন্দি পালিয়েছেন। কতজন পালিয়ে গেছেন তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি কারা কর্তৃপক্ষ। তবে ধারণা করা হচ্ছে আনুমানিক ২০-৩০ জন পালিয়েছেন।

এদিকে কারাগারের একটি সূত্র জানায়, কারাগারের ভেতরে থাকা কুষ্টিয়ার চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার প্রধান আসামি সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এস কে সজীবের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল বুধবার দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনার সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফাঁকা গুলি চালান কারারক্ষীরা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেনাবাহিনী কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচজন কারারক্ষী আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে কারাগারের দর্শনার্থী কক্ষে স্বজনরা বন্দিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন কয়েদি কারারক্ষীদের মারধর শুরু করে। এ সময় বাইরে থাকা করাবন্দিদের স্বজনরাও চেঁচামেচি শুরু করেন।

কুষ্টিয়ার জেল সুপার আ. বারেক বলেন, ভেতরে দুপুরের খাবার ও বন্দি গণনা শেষে অফিসে নামাজ পড়ছিলাম। নামাজ শেষ করে উঠতেই হঠাৎ কারাগারের ভেতর থেকে চিৎকার ও অভ্যন্তরীণ গেটে আঘাতের শব্দ শুনতে পাই। দৌড়ে গিয়ে দেখি অন্তত ৩০০ জন সংঘবদ্ধ হয়ে ভেতর থেকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মৃত্যু হয়। সে ঝিনাইদহ পৌর এলাকার পরবহাটি গ্রামের আতিয়ার লস্করের ছেলে ।

খবরটি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের জেলার মহিউদ্দিন হায়দার। তিনি জানান কারাগারেরর চিত্রা ৩ নং ওয়ার্ডের কয়েদি ছিলেন মিলন। ফজরের নামাজ আদায় শেষে সকাল ৬ টা ৪০ মিনিটের সময় হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়ে সে। দ্রুত তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তৃব্যরত চিকিৎসক তার মৃত ঘোষনা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে তবে ময়না তদন্তের রির্পোর্টে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

তিনি আরও জানান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে গত ২ জানুয়ারি মিলনকে ১৪ বছরের কারাদন্ড প্রদান করেন আদালত। সেই থেকে কারাগারের চিত্রা ৩ নং ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল তাকে। হাসপাতালে ময়না তদন্ত শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় চুরি মামলায় জেলা কারাগারে থাকা আসামি মিঠু মিয়া
(৪০) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগার থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তির কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়। মিঠু মিয়া দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের ফজলু মিয়ার ছেলে। সে দামুড়হুদা থানার ১৮/২৪ নং মামলার ৩৭৯/৪১১ ধারার আসামি।

পরিবারের দাবি মিথ্যে চুরির অপবাদে গণপিটুনি ও পুলিশি নির্যাতনের কারণে মিঠু মারাগেছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত পূর্বক দোষিদের শাস্তি চাই।

বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা

সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত ডা. আল ইমরান জুয়েল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার দেওয়ান মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, মিঠু মিয়া গত ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি চুরি মামলায় কারাগারে আসেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি অসুস্থবোধ করেন। এসময় দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় রাত সাড়ে ১২ টার দিকে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মিঠু মিয়ার বড় ভাই বাবলু, বড় বোন দলিয়ারা খাতুন, দুলাভাই ছুরাপ হোসেন, চাচা আব্দুল হান্নান ও প্রতিবেশী বাবু জানান, মিঠু রাজ মিস্ত্রির কাজ করতো। ঘটনার রাতে মিঠু রাস্তায় হাটতে হাটতে মোবাইলে কথা বলছিল। এক পর্যায় গ্রামের শেষ পাড়ার কয়েক জন তাকে ধরে বেধড়ক মারপিট করে ও রাস্তায় ফেলে চটকায়। পরে তাকে নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বারের বাড়ি আটকে রাখে। সংবাদ পেয়ে আমরা মেম্বারের বাড়িতে গেলে মিঠুর সাথে আমাদের দেখা করতে বা কথা বলতে দেয়নি। পরে তাকে ভগিরথপুর ক্যাম্প পুলিশের কাছে দেওয়া হয়।

মিঠুকে ক্যাম্পে দেওয়ার পর দুলাভাই ছুরাপ হোসেন তার সাথে দেখা করে। এসময় মিঠুর কান ও নাক দিয়ে রক্ত পানি ঝরছিল বলে জানান ছুরাপ।

দুলাভাই ছুরাপ হোসেন অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ ক্যাম্পে মিঠুকে দেওয়ার পর মেম্বার ইকতার আমাকে বলে পুলিশকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকা না দিলে পুলিশ রাতে মিঠুকে মারবে। কিন্তু ওই রাতে আমরা টাকা ম্যানেজ করতে পারেনি।

নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বার এ অভিযোগ অশিকার করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আল ইমরান জুয়েল জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগারের পুলিশ সদস্যরা এক কয়েদীকে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তির ২০-২৫ মিনিট পরেই তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির

জানান, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ভ্যান চুরির অপরাধে স্থানীয়রা মিঠু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে। পরদিন সকালে তাকে চুরির মামলায় আদালতে প্রেরণ করা হয়।

জনবল সংকটের মধ্যেই মেহেরপুর জেলা কারাগারে বাড়ছে বন্দির চাপ

জনবল সংকটের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারে বেড়েছে বন্দির চাপ। চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কারাগারের রয়েছে ধারণ ক্ষমতার প্রায় শতভাগ বন্দী।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে থেকে জানা যায়, জেল কোড অনুযায়ী একজন বন্দির জন্য ৩৬ ফুট জায়গা প্রয়োজন।এই হিসাবে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ৩৩০ জন কারাবন্দি রাখার জায়গা আছে। ১৩ নভেম্বর দুপুর পর্যন্ত এই কারাগারে বন্দি ছিল ৩২৯।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, এই কারাগারে বন্দি ধারণ ক্ষমতা কাগজে কলমে ২০০ জনের। কিন্তু কিছু ভৌত অবকাঠামো নতুন কারাগারটি চালু হওয়ার পর নির্মিত হওয়ায় কারা অধিদফতরের নিয়মানুযায়ী সার্ভে করে বন্দি ধারণ ক্ষমতা ৩৩০ ঘোষণা করার সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। ২০১৫ সালে কারাগারটির কারারক্ষীর সংখা ৩৫ জন থেকে ৫১ জনে উন্নীত করা হয়।

তারপরও বর্তমানে জনবল সংকটে রয়েছে কারাগারটি। কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে মোট ৮০ পদের বিপরীতে জনবল রয়েছে মোট ৬৫ জনের। ডেপুটি জেলারের ২ টি পদের বিপরিতে কর্মরত রয়েছেন একজন। সিভিল সার্জনের নির্দেশে কারাগারে একজন চিকিৎসক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত আছেন, তবে নাই কোন ডিপ্লোমা নার্স। ফারমাসিস্টের একটি পদ থাকলেও সেটি খালি।

জেল সুপার মনির আহমেদ চিকিৎসা জনিত কারনে ছুটিতে দেশের বাইরে থাকাতে, মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার মোঃ আমান উল্লাহ বলেন,’ লোকবল সংকট জনিত কিছুটা সমস্যা থাকলেও বর্তমান জনবল নিয়েই কারাগারের সকল কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে চালিয়ে নিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বন্দিদের খাবারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া আছে।

শীত নিবারণের জন্যও রয়েছে পর্যাপ্ত কম্বলও। কিছু আপডেটেড সিকিউরিট ইকুইপমেন্ট সহ শুন্য পদে জনবল চেয়ে মন্ত্রণালয়ে চাহিদা পত্র পাঠানো হয়েছে।এছারাও সুচারু ভাবে জেলা কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩০ টি সিসি টিভি ক্যামেরা প্রয়োজন,এখানে কিছুটা ঘাটতি আছে।‘

মেহেরপুর জেলা কারাগার পরিদর্শন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

মেহেরপুর জেলা কারাগার পরিদর্শন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ অতি: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিউজা উল জান্নাহ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কারাগারে পৌঁছলে ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার জিএম আক্তারুজ্জামান তাকে স্বাগত জানান এবং কারারক্ষীদের একটি চৌকষ দল অনার গার্ড সালামী প্রদান করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন ওয়ার্ড, কারা হাসপাতাল, রন্ধনশালা, ভিজিটরদের অপেক্ষাগার পরিদর্শন করেন ও বন্দীদের সাথে কথা বলেন।

তিনি কারাবন্দীদের জন্য আন্ত:ওয়ার্ড খেলাধুলা আয়োজন, ভালমানের খাবার পরিবেশন, তাদের নিয়মিত নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও বিকল্প আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে পরিদর্শন বইয়ে পরিদর্শন নোট লিখেন ও স্বাক্ষর

□□□□